القاعدہ برّصغیر
জামাআত কায়িদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ

PR_118_AQS
তারিখ: ২১ জুমাদাল আখিরাহ, ১৪৪৫ হিজরী / ৩ জানুয়ারী, ২০২৪ ঈসায়ী

মুজাহিদ নেতা শায়খ আবু মুহাম্মাদ সালেহ আল-আরুরী রহিমাহুল্লাহ'র শাহাদাত প্রসঙ্গে শোকবার্তা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক সাইয়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর, তাঁর সাহাবীদের উপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত উত্তম পন্থায় তাঁদের পদাঙ্ক অনুসারী সকলের উপর।

হামদ ও সালাতের পর ...

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা এই সংবাদ পেয়েছি যে, আল-কাসসাম ব্রিগেডের একজন প্রতিষ্ঠাকালীন নেতা শায়খ আবু মুহাম্মাদ সালেহ্ আল-আরুরী ইসরাঈলের এক ড্রোন হামলায় অন্যান্য মুজাহিদ সাথীদের সঙ্গে শাহাদাত বরণ করেছেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলকে তাঁর রহমতের চাদরে আবৃত করুন, আমীন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন:

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا

অর্থ: "মুমিনদের মধ্যে কতক লোক আল্লাহর সঙ্গে কৃত তাদের অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কতক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন (শাহাদাত বরণ) করেছে আর তাদের কতক অপেক্ষায় আছে। তারা (তাদের সংকল্প) কখনো তিল পরিমাণ পরিবর্তন করেনি।" [সূরা আহযাব ৩৩: ২৩]

আমরা গোটা মুসলিম উম্মাহ, মুজাহিদীনে ইসলাম— বিশেষ করে ফিলিস্তিনের মুজাহিদীনকে এবং সালেহ্ আল-আরুরি রহিমাহুল্লাহ'র সহচরবৃন্দ ও পরিবার পরিজনকে সান্ত্বনা জানাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা তাঁর উত্তরসূরিদেরকে উত্তম ধৈর্য ধারণের তাওফীক এবং সর্বোত্তম প্রতিদান দানে সৌভাগ্যবান করুন, আমীন।

এই সমস্ত শাহাদাত হলো জিহাদের পথের বৈশিষ্ট্য এবং জিহাদী আন্দোলনের ইন্ধন। শাহাদাত ফী সাবীলিল্লাহ একজন ঈমানদার বান্দার সর্বোচ্চ তামান্না। এর মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এবং ঈমানদার বান্দার গুনাহগুলো ঝরে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম, শুহাদা এবং পুণ্যবান সালিহীন ব্যক্তিদের সঙ্গ লাভ হয় এই শাহাদাতের মাধ্যমে।

শাহাদাতের কারণে জিহাদী কাফেলা থেমে যায় না বরং আরো অগ্রসর হয়। এগুলো কোনো পাগলের প্রলাপ নয়। ইসলামের ইতিহাস এ বিষয়ের সাক্ষী। শাহাদাতের কারণে যদি জিহাদী কার্যক্রম থেমে যেত (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক!) তাহলে উহুদ ও হুনাইন যুদ্ধেই ইসলাম নাস্তানাবুদ হয়ে যেত। কিন্তু কালিমাতুল্লাহ তথা আল্লাহর বাণী প্রতিষ্ঠার পতাকা বদরের শহীদদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত শাহাদাতের বরকতে কখনো হেলে পড়েনি।

পূর্ব থেকে পশ্চিম গোটা পৃথিবীতে জিহাদী যে সমস্ত কাফেলা উঠে দাঁড়িয়েছে, সকলেই বায়তুল মুকাদ্দাসকে সামনে রেখে অগ্রসর হচ্ছে। এই সমস্ত শাহাদাত, আত্মত্যাগ এবং জিহাদ ও কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ'র বরকতে কাফেলাগুলো অগ্রসর হচ্ছে। তাদের চলার পথে প্রথম মনযিল ও বিরতি স্থল হবে মসজিদে আকসা ইনশা আল্লাহ।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على نبينا الأمين!

অনুবাদ ও প্রকাশনা

ادارہ السحاب، برصغیر
আস সাহাব মিডিয়া (উপমহাদেশ)

النصر
AN-NASR